গাংনীর সুর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের তিনটি সিসি ক্যামেরা চুরি

গাংনী পৌর শহরের সুর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত তিনটি সিসি ক্যামেরা চুরি করে নিয়ে গেছে দূর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার বিকালে ঝড় বৃষ্টির কারনে গভীর রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় সুযোগ পেয়ে সিসি ক্যামেরা তিনটি খুলে নিয়ে যায় দূবৃৃত্তরা।
এঘটনায় সুর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদরুদোজা লাল্টু বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সুর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদরুদোজা লাল্টু জানান, ঝড় বৃষ্টি হওয়ার পর আমি সন্ধ্যার দিকে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সিসি ক্যামেরাসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৈদ্যতিক বাতির স্যুইচগুলো অন করে দিয়ে আসি। সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ না আসার সুযোগে দূর্বৃত্তার বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত তিনটি ক্যামেরা খুলে নিয়ে গেছে।
সুর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাশেম অনুরাগী জানান, বেশ কিছুদিন আগে থেকে এলাকার একজন বখাটে একটি ছাত্রীকে উত্ত্যেক্ত করতো। তাকে স্কুলের পক্ষ থেকে বারণ করাই সে বেশ কিছুদিন যাবৎ হুমকী ধামকী দিয়ে আসছিল। বেশ কয়েকবার বিদ্যালয়ের পানির ট্যাপ, ফুলের টবও ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই সন্দেহভাজন একটি ছেলের খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। এর সমাধানও হয়ে যাবে।

গাংনীর সানঘাটে বন্দুকী জমির টাকা ফেরৎ চাওয়ায় বর্গা চাষীকে পিটুনি

বন্দুকী জমির টাকা ফেরৎ চাওয়ায় মহিবুল ইসলাম (৪০) নামের এক বর্গা চাষীকে মারপিট করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষরা।
আহত মহিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের দাইড়পাড়া এলাকার দাউদ হোসেনের ছেলে।
শনিবার (২৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। আহত মহিবুল ইসলাম বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আহত মহিবুল ইসলাম জানান, শহিদুল ইসলামের ছেলে প্রবাসী সেন্টুর কাছ থেকে প্রায় ৬ বছর আগে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে ১৫ কাঠা জমি বন্দুক নিই। সেই জমি সেন্টুর ভাই মিন্টু হোসেন ১ লাখ টাকায় একই গ্রামের মহির উদ্দীনের কাছে রাখেন। তারা আমাকে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেই। আমার দেওয়া ৬০ হাজার টাকা ফেরৎ পাওয়ার পর তাকে জমি ছেড়ে দেবো বলেছি। আমি তার কাছে আমার ৬০ হাজার টাকা চাইলে মিন্টু আমাকে জানান টাকা তুই পাবিনা। এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে আমাকে বেদম মারধর শুরু করে। শুধু ঘাড় ও মাথায় কিল ঘুষির আঘাঁত করাই মহিবুল ইসলামের ঘাড়ের রগে টান ধরেছে বলে জানান।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরর জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক জামির জানান, আহত মহিবুল ইসলামের শরীরে মারের আঘাঁত রয়েছে। বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

গাংনীতে দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে

[illegible]

[illegible]

মোবাইল ফোন চোর সিরাজুল ইসলাম দুই দিনের রিমান্ডে

বিকাল এজেন্টের মোবাইল ফোন চুরির মামলার প্রধান আসামী সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজুল ইসলাম (৫০) কে জিজ্ঞাসাবাদের দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট গাংনী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তারিকুল ইসলাম শুনানি শেষে দুই দিনের রিমান্ড মুঞ্জুর করেন।

শনিবার দুপুরের দিকে তাকে মেহেরপুর জেল হাজত থেকে গাংনী থানায় নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল রোববার (২৪ এপ্রিল) তার রিমান্ড শেষ হবে।

মামলার তদন্ত অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আসামী সিরাজুল ইসলাম ও অপর আসামী সবিদুল ইসলাম গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের গোলাম বাজারের নুর টেলিকমে প্রবেশ করেন।

নুর টেলিকমের ০১৭০০৬৭৩৮৬৭ বিকাশ থেকে ০১৯৫০৯৮১২৬৮ মোবাইল নং ৫০০ টাকা বিকাশ পাঠান। পরে তারা দোকান মালিক কবলুস হোসেনের কাছ থেকে কিছু মালামাল চান। বিকাশ এজেন্ট ওই মোবাইল ফোনটি দোকানের ড্রয়ারে রেখে অন্য মাল নিয়ে আনতে গেলে সিরাজুল ইসলাম ও সবিদুল ইসলাম মোবাইল ফোনটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

এসময় জনগণ এলাকায় খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে সিরাজুল ইসলামকে আটক করে। পরে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে তাকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে।

পলাতক সবিদুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার গুড়িপাড়া গ্রামের শশুর ইদ্রিস আলীর বাড়িতে বসবাস করেন।

নুর টেলিকমের মালিক কবলুস হোসেন জানান, রিয়েল মি-১০ নোট প্যাড যার দাম ২৩ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোনে বিকাশ একাউন্টে দুটি সিম কার্ডের ২ লাখ টাকা আছে। এঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ মাদক কারবারী আটক

৪০০ গ্রাম গাঁজাসহ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী (২৪) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিব)। আটক দেলোয়ার হোসেন গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের সাহাব উদ্দীনের ছেলে।

শনিবার বেলা ৩ টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের নওপাড়া গ্রামের জনৈক মফিজুলের বাড়ির সমনে থেকে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৪০০ গ্রাম গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান উদ্ধার হয়।

ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে এএসআই আহসান হাবীব, এএসআই মাহাতাব উদ্দীন এএসআই হেলাল উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।

গাংনীতে মসজিদের দানবাক্সের টাকা চুরি করতে গিয়ে ইমাম আটক

নিজে একটি জামে মসজিদের পেশ ইমাম। তবে, তার নেশা অন্য মসজিদের দান বাকসের টাকা চুরি। শুধু টাকা নয়, মসজিদের অন্যান্য জিনিসপত্রও চুরি করা তার পেশা।

এ যেনো চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম গ্রামের জামে মসজিদের তালা ভেঙ্গে টাকা চুরির সময় ধরা পড়লেন কাজী আল হেলাল (৪৫) নামের এক চোর।

কাজী আল হেলাল (৪৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামের মৃতু ডাক্তার কাজী সদর উদ্দীনের ছেলে। সে

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আবুরী জামে মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে কর্মরত।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের গোয়ালগ্রামের একটি জামে মসজিদের দান বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা চুরি করেন। এসময় মসজিদ কমিটির সভাপতি মসজিদ পরিষ্কার করতে গিয়ে তাকে টাকা চুরি করা অবস্থায় আটক করেন।

জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মহসিন আলী জানান, গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টির কারনে পাতা ও ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে ছিলো মসজিদটি। নোংরা পরিস্কার করার জন্য মসজিদে যায়। মসজিদের প্রধান ফটক সামান্য খোলা দেখতে পাই প্রথমে।

পরে ভিতরে গিয়ে দেখি চোর দান বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা ব্যাগে করে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হৈ চৈ শুরু করলে আশে পাশের লোকজন এসে তাকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করি।

তিনি বলেন এর আগেও মুসল্লি সেজে দু দফা একই মসজিদের দান বাকসের টাকা চুরি করেছে সে। এছাড়া গাংনীর আরেকটি মসজিদের মটর চুরির করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে উত্তম মাধ্যম খেয়েছে। তার নামে নিজ এলাকাতেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

আটক কাজী আল হেলালের কাছে তালা ভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের স্কৃ ড্রাইভার, সাইকেলের স্পোক এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন মসজিদ কমিটির সভাপতি বাদী হয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে ৫ কেজি গাজা

গাছসহ ১ জন আটক

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু পৌরসভাধীন ৮ নং ওয়ার্ডের বৈঠা পাড়া গ্রামের মোঃ আলমগীর হোসেন পিতাঃ ছাব্দার আলী রাত ১১ টায় সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হরিনাকুন্ডু থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৫ কেজি ওজনের গাজার গাছ সহ আসামী গ্রেপ্তার করেন ৷

হরিণাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স এসআই জগদীশ বসু,এসআই হুমায়ুন, পুলিশ সদস্য মুরাদ সহ আরো অনেকের সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে হরিনাকুন্ডু থানা পুলিশ এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অবহিত করেন ৷

দর্শনা প্রেসক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমতির আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অফিসার্স ক্লাবে সুধিজনদের নিয়ে এ ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও সাবেক জেলা পরিষদের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জেলা ওয়ার্কাস পাটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান, কেরুজ চিনিকলের মহা-ব্যাবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দীন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক, পারকৃষ্ণপুর মদনা-ইউপি চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা গণউন্নয়ণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা কবি ও সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান,

দর্শনা থানা যুবদলের সচিব জালাল উদ্দীন। এসময় সাংবাদিকদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এস,এম ওসমান, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, ক্রীড়া সম্পাদক রাজিব মল্লিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, সদস্য মাসুম বিল্লাহ, হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, আবজালুল হক বাদল, আ. হান্নান, আবিদ হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন, ইয়াছিন আরাফাত জুয়েল প্রমুখ। ইফতারের আগে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর আ.লীগ নেতার নেতৃত্বে চলছে মাটি কাটার মহোৎসব

জীবননগরে কোন ভাবেই থামছে না ফসলি জমির মাটি ও ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রির মহোৎসব। বন ও পরিবেশ আইন অমান্য করে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় একটি চক্র দেদারছে মাটি কেটে বিক্রি করলেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রশাসনের।

স্থানীয় প্রশাসন মাঝে মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করলেও তা আমলে নিচ্ছেন না মাটি ব্যবসায়ীরা। আর বিভিন্ন স্থানে মাটি সরবরাহে রয়েছে ট্রাক। মাটিবাহী এসব ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচলে পৌরসভা ও ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে।

নদীর মাটি খেকো ও মাটি বেপারীদের বেপরোয়া কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আইন অমান্য করে এস্কেভেটর দিয়ে দিবা-রাত্রি চলছে ফসলি জমির মাটি ও ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রির মহোৎসব। ভৈরব নদী খননের ছোট বড় ৮-১০ এস্কেভেটর দিয়ে নিজেদের মন মত স্থানে যেয়ে কাটা হচ্ছে মাটি।

৪০ থেকে ৫০টি ট্রাক্টরযোগে এসব মাটি তোলা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের নিকট থেকে এই চক্রটি বিভিন্ন স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগায় মাটি দেয়ার দোহাই দিয়ে উপজেলার সবর্ত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি মাটি কাটার সিন্ডিকেট।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় খালখন্দ, বাড়িঘর নির্মাণে ভরাটের কাজে আর মাটির বেশির ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মা-বাবা ইট ভাটা, সীমান্ত ইউনিয়নের মোল্লা ইট ভাটা, ভিভি, বাকা ইউনিয়নের এন,বি,এম ইট ভাটা।

উপজেলার মনোহরপুর,আন্দুলবাড়িয়া,বাকার মরা নদী পুণ খননের মাটি কেটে ট্রাক দিয়ে এসব ভাটায় ইট প্রস্তুতের জন্য মাটি জমা করা হচ্ছে।

প্রভাবশালী একটি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আরও কয়েকটি সিন্ডিকেট। এদিকে স্থানীয় ব্যাক্তিরা অভিযোগ করে বলেন মাটি কাটা সিন্ডিকেটগুলোর নিয়ন্ত্রণ করেন মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মনোহরপুর ইউপি সদস্য মোঃ গোলাম রসুল ও মনোহরপুর গ্রামের বাবলু।

মা-বাবা ইট ভাটার মালিক মোঃ শাজাহান আলী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা প্রশাসনকে ম্যানেজ করে ভৈরব নদী খননের মাটি নিজের ইট ভাটায় জমা রাখেন। আর এর বিনিময়ে তাদের পকেটে ঢুকছে লাখ-লাখ টাকা।

স্থানীয়দের অভিমত, বর্তমান সরকার মরা নদী খনন করার যে উদ্যেগ গ্রহন করেছে তা একটি মহতী কাজ কিন্তু নদী খনন হতে না হতেই একটি চক্র গাড়ি প্রতি ১ হাজার ১শ টাকা দরে দুই পাড়ের মাটি বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রয় করছে।

তাদের অভিমত বেপরোয়া মাটি খেকোদের না রুখলে মনোহরপুর ও কালা গ্রামের ভৈরব নদীর আশপাশের ফসলি জমি গুলো অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে।

অপরদিকে, ভৈরব নদী খননের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাড়ি নির্মাণ, ডোবা ভরাট,, বিভিন্ন বেসরকারি ও মালিকানাধীন স্থাপনা নির্মাণ এবং ইট ভাটাসহ বিভিন্ন কাজে। অনেকে আবার অনুমতি ছাড়াই ভৈরব নদীর মাটি বিক্রি করে দিচ্ছেন।

শুধু দিনের আলোয় নয়, রাতের আধাঁরেও চলে ভৈরব নদী কাটা।

প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে মাটি ব্যবসায়ীরা রাতের সময়কে উত্তম হিসাবে বেছে নেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিন্ডিকেটের এক সদস্য জানান, এক ট্রাক কাটা মাটি বিক্রি করা হয় ১১শ থেকে ১২শ টাকায়। মাটি ইটের ভাটায় সরবরাহ করা ১২শ টাকার মধ্যে গাড়ি ভাড়া,আর লেবার খরচ দিতে হয় ১হাজার টাকা আর ২০০ টাকা দিতে হয় সিন্ডিকেটর প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী জনপ্রতিনিধি গোলাম রসুলকে ।

এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় প্রশাসন জেল জরিমানা করার এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে আবার পুরোদমে মাটি কাটার কাজ শুরু করেন মাটি ব্যবসায়ীরা। আবার অনেক মাটি ব্যবসায়ী কৌশল পরিবর্তন করে দিনের বদলে রাতের বেলায় ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রি করে সাবাড় করছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, গ্রামীণ পাকা সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শত শত মাটির ট্রাক চলাচলের কারণে সড়ক নির্মাণের দুই/এক বছরের মধ্যে তা ভেঙে যেতে শুরু করেছে এবং রাস্তা দিয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। সড়কে দ্রুত গতির বালু ও মাটিবাহী গাড়িগুলোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসায়ীরা ও চলাচলে অসুবিধায় পড়ে স্কুলগামী কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য মোঃ গোলাম রসুল বলেন,আমি কোন মাটি কাটা সিন্টিকেটের সাথে জড়িত না। আমি শুধু মাত্র মনোহরপুর হাইস্কুল,কবর স্থান,ঈদগা মাঠে মাটি দিয়েছি। এখানে কোন আর্থিক লেনদেন হয়নি বা করিনি। আর আমি কারও কাছ থেকে টাকা গ্রহন করিনি। যারা এ কথা বলেছে তারা আমার উপর শত্রুতা করে বলেছে।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো.সোহরাব হোসেন খান বলেন, ভৈরব নদী খনন হচ্ছে এটা আসলেই একটা মহতী কাজ নদী খননের মাটি বিক্রির বিষয়ে আমি শুনেছি কিন্তু কারা এই সিন্টিকেটের সাথে জড়িত এটা আমি জানি না ।

জীবননগরন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আরিফুল ইসলাম বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মাটি কাটা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

গাংনীতে বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী উপজেলা বিএনপি সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি আহবায়ক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা , মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচীব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি তারেক রহমান, কারাবরণকারী নেতৃবৃন্দ সহ দেশ ও মানুষের কল্যাণ কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার ও দোয়ার মাহফিলে বিএনপি, যুবদল,

সেচ্চাসেবকদল, ছাত্রদলের স্থানীয় নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।